দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 30 JUN 2009
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭

## শেকৃবি'র বাজেট অনুমোদন

# শিক্ষা খাতে বরাদ্দ নগণ্য গবেষণা খাতে শূন্য

শেকৃবি সংবাদদাতা : শিক্ষা, গবেষণা ও সম্প্রসারণ এই শ্লোগানকে সামনে রেখে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (শেকৃবি) প্রতিষ্ঠিত হলেও শিক্ষা ও গবেষণা খাত সব সময় যেন অবহেলিত। তারই একটি বাস্তব উদাহরণ এবারের ২০০৯-১০ অর্থ বছরের বাজেট। ১৫ কোটি ৭৫ লাখ টাকার বাজেট অনুমোদন হলেও গবেষণা খাতে বরাদ্দের পরিমাণ শূন্য ও একটি কারিগরি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষা আনুষঙ্গিক খাতে বরাদ্দ ৯০ লাখ টাকা যা মোট বাজেটের ৫.৫৫ শতাংশ। অথচ বেতন-ভাতাদির জন্য বরাদ্দের পরিমাণ ৭১.২৫ শতাংশ। গত ১৮ জুন অনুষ্ঠিত অর্থ কমিটির ১৮তম সভায় এবং ২৭ জুন সিন্ডিকেটের ৩৯তম সভায় ২০০৯-১০ অর্থ বছরের মূল বাজেট অনুমোদন পায়। ১৫ কোটি ৭৫ লাখ টাকার বাজেটে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক সরকারী অনুদান হিসেবে ১৪ কোটি ৬০ লাখ টাকা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব খাত থেকে আসবে ১ কোটি ১৫ লাখ টাকা। উক্ত বাজেটে বেতন-ভাতাদি খাতে ১০ কোটি ৯৫ লাখ টাকা, পেনশন খাতে ৫০ লাখ টাকা, কন্টিনজেন্সি খাতে ৪ কোটি ৩০ লাখ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। কন্টিনজেন্সি ব্যয়ের মধ্যে সাধারণ আনুষঙ্গিক খাতে ২ কোটি ৫০ লাখ টাকা, শিক্ষা আনুষঙ্গিক খাতে ৯০ লাখ টাকা, মেরামত ও সংরক্ষণ খাতে ২৫ লাখ টাকা ও সম্পদ ক্রয় খাতে ৬৫ লাখ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ বাজেট সম্পর্কে শেকৃবি'র সাবেক ভিসি প্রফেসর শাদাত উল্লাহ বলেন, বিগত বিএনপি-জামায়াত সরকারের আমলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এর ফলে প্রতি বছর বাজেটের সিংহভাগ চলে যাচ্ছে বেতন-ভাতাদি খাতে। শিক্ষা ও গবেষণা খাতগুলো বঞ্চিত হচ্ছে প্রতিবছর। একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাখাতে মাত্র ৫.৫ শতাংশ বরাদ্দ, সেখানে গবেষণা খাতে কোন বরাদ্দ নেই যা কোন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য কখনো কাম্য হতে পারে না। এটি একটি মেরুদণ্ডহীন বাজেট।